"সমবায়ে সামাজিক নিরাপত্তা"

৪২ তম জাতীয় সমবায় দিবস-২০১৩

২ নভেম্বর, শনিবার

সমবায় অধিদপ্তর

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

বাণী

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।
১৮ কার্তিক, ১৪২০
০২ নভেম্বর, ২০১৩

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৪২তম জাতীয় সমবায় দিবস উদ্‌যাপন হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি দেশবাসীকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আমাদের দেশে সমবায় একটি ঐতিহ্যবাহী আন্দোলন হিসেবে পরিচিত। আমরা জানি স্বাধীনতার পরবর্তীকালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর উদ্যোগ ও আহ্বানে এদেশে সবুজ বিপ্লব ঘটেছিল। এরই ধারাবাহিকতায় মানুষ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলেছে। এ অগ্রযাত্রায় সমবায় প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখে চলেছে। বিশেষ করে স্বল্প আয়ের মানুষের আয় বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য নিরসনে সমবায়ের অবদান অনস্বীকার্য। অর্থনৈতিক সক্ষমতা অর্জনে বর্তমান সরকারের লক্ষ্য পূরণে সমবায় কার্যক্রমকে বিস্তৃত করার অমিত সুযোগ রয়েছে।

"সমবায়ে সামাজিক নিরাপত্তা" প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ৪২তম জাতীয় সমবায় দিবস উদ্‌যাপনের মাধ্যমে সমবায় আন্দোলনকে বেগবান করে সরকারের লক্ষ্য অর্জনকে ত্বরান্বিত করা যাবে বলে আমি বিশ্বাস করি। আজকের এই শুভ দিনে আমি সমবায়ী ভাই বোনদেরকে সততা ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মকাণ্ডের সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

বাংলাদেশের সমবায় এবং সামাজিক নিরাপত্তা

- মো. হুমায়ুন খালিদ
নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা

সমবায় সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত একটি আর্থ-সামাজিক আন্দোলন । সমবায় সমিতি নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে তা সর্বদাই গণতান্ত্রিক। অন্যদিকে শতাব্দী প্রাচীন এক আদর্শের নাম সমবায়। আদর্শ হিসেবে তা স্বভাবতই রাজনীতি নিরপেক্ষ। আন্দোলন, গণতান্ত্রিকতা ও আদর্শ এই ত্রিযুক্ত চরিত্রের জন্যই সমবায় অর্জন করেছে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি ও প্রশংসা। এ স্বীকৃতিটি দারিদ্র্য বিমোচন, আত্ম-কর্মসংস্থান ও সামাজিক নিরাপত্তা সৃষ্টির লাগসই হাতিয়ার হিসেবে।

সমবায়ের মূলনীতি ও মূল্যবোধ ঃ যুক্তরাজ্যের রচডেল অগ্রণীদের অভূতপূর্ব সাফল্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে এবং তাদের অনুসৃত ৮টি নীতির অনুশীলনের মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সমবায়ের বিকাশ ঘটে; কিন্তু সময়ের বিবর্তনে ও আন্তর্জাতিক সমবায়ের বর্তমান চাহিদার প্রেক্ষিতে ৭টি নীতিকে আন্তর্জাতিক কোঅপারিটিভ এ্যালায়্যান্স (আই সি এ) সমবায়ের মূলনীতি হিসেবে ঘোষণা করেছে। এগুলো হচ্ছে ঃ ক) স্বতস্ফূর্ত ও অবাধ সদস্যপদ (Valuntary and Open Membership); খ) সদস্যের গনতান্ত্রিক অংশগ্রহণ (Democratic Member Control); গ) সদস্যের আর্থিক অংশগ্রহণ (Member Economic Participation); ঘ) স্বায়ত্বশাসন ও স্বাধীনতা (Autonomy and Independence); ঙ) শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও তথ্য (Education, Training and Information); চ) আন্ত:সমবায় সহযোগিতা (Co-operation Among Co-operatives); ছ) সামাজিক অঙ্গীকার (Concern for Community);

উল্লেখিত মূলনীতিগুলোর অনুধাবন ও সুষ্ঠু বাস্তবায়নই ত্বরান্বিত করতে পারে সমবায়ের সফল অগ্রযাত্রা। সেই সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মকান্ডে প্রতিফলিত হবে সমবায়ের মূল্যবোধ। একতা, সততা, নীতি, আদর্শ, গণতান্ত্রিকতা, ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতা, নিয়মিত সঞ্চয়, বিনিয়োগ, লভ্যাংশ বিতরণ এবং পারস্পরিক সহযোগিতা এ সবই হচ্ছে সমবায় মূল্যবোধ । দেশের আর্থিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণ প্রচেষ্টায় সমবায় অধিদপ্তর সরকারের একটি সু-প্রাচীন সংস্থা। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীন এ অধিদপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ও দায়িত্ব হলো-

১৯০৪ সালে পল্লী এলাকার উন্নয়নের কৌশল হিসেবে বাংলাদেশে সমবায় কার্যক্রম শুরু হয়। স্বাধীনতাত্তোর সত্তরের দশকে এ দেশের কৃষকদের সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত করে উন্নত বীজ, সার ও সেচ সুবিধা ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা হয়। এ সময়ে কৃষি ও কৃষিজাত শিল্পায়নে সমবায়ের উপরিউক্ত ধারা চলমান থাকে; যা আশির দশকে সবুজ বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ব্যাপক সফলতা অর্জন করে। নব্বই এর দশকে দেশে সংস্কার কর্মসূচি চালু হলে সরকারের বেসরকারীকরণ ও উদারীকরণ নীতির আওতায় সমবায়ের জন্য নতুন ক্ষেত্র প্রসারিত হয়; যার ধারাবাহিকতায় আজ গড়ে উঠেছে হাজার হাজার নতুন শ্রেণীর সমবায় সমিতি। এ সকল সমবায় সমিতির বেশির ভাগই ক্ষুদ্র আয়ের জনগোষ্ঠির মাঝে আর্থিক সুবিধা প্রদান করে দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। অন্যদিকে, কৃষিজাত শিল্পায়ন ও মৎস্য খাতে বিভিন্ন কারণে সমবায়ের কার্যক্রমে ভাটা পরিলক্ষিত হলেও দুগ্ধখাতে সমবায়ের ক্রম বিস্তৃতি ঘটেছে। এ ছাড়া দেশের পানি সম্পদের সুষ্ঠু ও টেকসই ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পানি সম্পদ অবকাঠামো উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় সুবিধাভোগীদের সমন্বয়ে দেশজুড়ে গড়ে উঠেছে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি। আশ্রয়হীন ও ভূমিহীন জনগোষ্ঠীকে ভূমি ও বাসস্থান বরাদ্দ করে দেশের মূলধারায় সংযুক্ত করার প্রয়াসে গড়ে উঠেছে আশ্রয়ন সমবায় সমিতি। ভূমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে এবং নিরাপদ আবাসন স্থাপনের লক্ষ্যে গড়ে উঠেছে গৃহায়ন সমবায় সমিতি। সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি গ্রামের সকল মানুষকে একত্রিত করে গ্রামের অনাবিষ্কৃত সম্ভাবনাগুলোকে উন্মোচন করে স্থানীয় সম্পদ সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। পরিবহন খাতে সংশ্লিষ্ট সমবায় তথা পরিবহন সমবায় দেশের বেকার সমস্যা সমাধানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। টেকসই পরিবেশ গড়তে সমবায়ের মাধ্যমে সামাজিক বনায়নকে জনপ্রিয় করে তোলা হয়েছে।

বাংলাদেশের সমবায় সমিতি সমূহের সাধারণ তথ্য

২০০৮-০৯ অর্থ বছর থেকে ২০১২-১৩ অর্থ বছর পর্যন্ত বাংলাদেশে মোট সমবায় সমিতির সংখ্যা এবং মোট সদস্য সংখ্যা ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই সাথে শেয়ার মূলধন, সঞ্চয় আমানত ও অন্যান্য তহবিলের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা সমবায় সমিতি সমূহের সদস্যদের মূলধনের পরিমান ও মোট সম্পদের পরিমান ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তথ্য থেকে দেখা যায় বাংলাদেশে সমবায় সমিতি সমূহের মাধ্যমে ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ৪,৪২,১৯২ জন সদস্য কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছে। একইভাবে সমবায় সমিতিগুলোর মাধ্যমে ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ৫,৬০৩ কোটি টাকা কার্যকরী মূলধন সৃষ্টি, ১,৫২৭ কোটি টাকা বিনিয়োগের মাধ্যমে ৫৪ কোটি টাকা ডেভিডেন্ট বিতরণ করা হয়।

সমবায়ে সামাজিক নিরাপত্তা

চিরাচরিতভাবে মানুষ সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে পরিবার, গোষ্ঠী, শাসকশ্রেণী কিংবা ধর্মীয় বিশ্বাসের দিকে তাকিয়ে থাকে। সামাজিক নিরাপত্তা ধারণাটির উৎপত্তি ঘটে কল্যাণ রাষ্ট্র ধারণা থেকে। কল্যাণ রাষ্ট্রে কাঠামোগত এবং কার্যগতভাবেই নাগরিকদের সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়। এ ধরনের রাষ্ট্রে সামাজিক নিরাপত্তার আওতায় শুধু যে বর্তমান সময়ের ঝুঁকিপূর্ণ মানুষ বিবেচনায় অন্তর্ভুক্ত থাকে তা নয়; বরং ভবিষ্যতে সামাজিক নিরাপত্তাহীন জনগোষ্ঠী সৃষ্টি না হওয়ার বিষয়টিও নিশ্চিত করা হয় বিভিন্নভাবে। অর্থাৎ কল্যাণধর্মী রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট হচ্ছে বর্তমান সময়ের সামাজিক নিরাপত্তাহীন মানুষদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং সে অনুযায়ী স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী পরিকাঠামো তৈরী করা পাশাপাশি একইসাথে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার আওতায় সামাজিক নিরাপত্তার ঝুঁকি হ্রাস করা।

বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সরকার বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে নানা ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করছে আবার ব্যক্তি উদ্যোক্তাগণও কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতার (Corporate Social Responsibility) আওতায় তাদের প্রতিষ্ঠান বা কর্ম এলাকায় কিছু কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সমবায় সেক্টর সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। বিশেষ করে বর্তমান সময়ে সামাজিক নিরাপত্তাহীন জনগোষ্ঠীকে নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে কার্যকর সেবা প্রদান এবং দীর্ঘ মেয়াদে সামাজিক নিরাপত্তাহীন জনগোষ্ঠী সৃষ্টি না হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করতে পারে একটি কার্যকর সমবায় ব্যবস্থা। সমাজে বসবাসকারী মানুষদেরকে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেয়া, তাদের কর্ম দক্ষতা বৃদ্ধি করা, যৌথ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে বড় বিনিয়োগ ঝুঁকিকে ব্যক্তি পর্যায়ে কমিয়ে আনা, প্রযুক্তি প্রসারের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি করা, পরিকল্পিত কাঠামোর আওতায় উৎপাদনকারী থেকে ভোক্তা পর্যন্ত বাজারজাতকরণ নিশ্চিত করা এবং যে কোন দুর্যোগ মোকাবেলায় সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণ করার মাধ্যমে সমবায় প্রতিষ্ঠান শুধু যে সদস্যদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে তা নয় বরং সমাজে এবং রাষ্ট্রের সার্বিক নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতাকে অর্থবহ করতে পারে।

সমবায় সমিতিতে প্রশিক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুসঙ্গ (Component)। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কাজে নিয়োজিত মানুষের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং সচেতনতার সৃষ্টি হয়। এ দুটোর সমন্বয়ে একদিকে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় অন্যদিকে বন্টন ব্যবস্থায় মানুষ তার অধিকার প্রয়োগ করতে সমর্থ হয়। সমবায়ের প্রশিক্ষণগুলো স্থানীয় চাহিদা ভিত্তিক হওয়ায় এর কার্যকারিতা তুলনামূলকভাবে বেশী। সমবায় সমিতি একটি গনতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হওয়ায় সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যৌথভাবে। ফলে সমবায়ীরা সমিতি পর্যায়ের বৃহৎ বিনিয়োগ ঝুঁকিকে ব্যক্তি পর্যায়ে কমিয়ে আনতে সক্ষম হয়। তাই কোন কারনে বিনিয়োগ অলাভজনক হলেও নিরাপত্তাহীন জনগোষ্ঠী সৃষ্টির আশংকা তুলনামূলক ভাবে কম থাকে। সমবায়ীরা যৌথ প্রক্রিয়ায় বড় খামারে ভিত্তিক উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণ করায় আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায় এবং এ প্রক্রিয়ায় উৎপাদনের পরিমান ও শ্রমজীবীর কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। সমবায় ভিত্তিক বাজার কাঠামোতে উৎপাদক থেকে ভোক্তা পর্যন্ত ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় এবং মধ্যস্বত্তভোগীদের দৌরাত্ব কমিয়ে আনা সম্ভব হয়। ফলে ভোক্তা এবং উৎপাদক উভয়ই Win Win অবস্থায় থাকে; যা সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সমবায়ীরা আদর্শগত ভাবেই সম্মিলিত হয়ে কাজ করতে আগ্রহী থাকে। যে কোন প্রাকৃতিক বা মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগে যৌথভাবে অংশ নিয়ে দুর্যোগ মোকাবিলায় অন্য যে কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির চেয়ে সমবায় প্রতিষ্ঠানের সাফল্য অনেক বেশী। তাই এ ধরনের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রেও সমবায়ের সত্যিকার বিকল্প নেই।

সামাজিক দায়িত্ববোধ ও সংহতিকে সামনে রেখে আইন ও বিধিবিধানের আলোকে সমবায় পরিচালিত হয়। সমবায় প্রধান অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রক হিসেবে বাজার প্রতিনিধি অথবা স্থানীয় সংঘবদ্ধ জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন মেটানোর লক্ষ্যে জনগণের কল্যাণার্থে তার কার্যক্রমের বিস্তৃতি ঘটিয়ে পরিবেশগত ইস্যুকে শক্তিশালী কাঠামোতে নিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করে। ফলে সমবায় অর্থনৈতিক, সামাজিক অথবা সাংস্কৃতিক চাহিদা মেটাতে সক্ষম।

গত ১০০ বছর যাবত সমবায়ী সংগঠনগুলো সমাজের কল্যাণার্থে অনৈতিকতাবিরোধী কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে অবহেলিত মানবগোষ্ঠীকে দিক নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছে। তারা সমাজে ন্যায় বিচার এবং সেরা মানবিক মূল্যবোধকে উজ্জীবিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। গৃহায়ন সমবায় সমিতি তাদের সদস্যদের বসবাসের উন্নয়নের জন্য বাসস্থান নির্মাণ করছে। নির্মাণ সামগ্রী অথবা জমি কিনতে অক্ষম ব্যক্তিগণ বসবাসের সুযোগ পাচ্ছেন। এখানে একক পরিবার, প্রতিবন্ধি ও বয়বৃদ্ধরা নিশ্চিন্তে বাকি জীবন কাটানোর সুযোগ পাচ্ছে। পরিবেশের ব্যাপারে ভোগ্যপণ্য সমবায় তাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। প্রাথমিকভাবে এ সকল সমবায় সমিতি সদস্য ও গ্রহিতাদের কল্যাণার্থে রিসাইক্লিং ও ধ্বংস, পরিবেশ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ করে দিয়েছে। শহর জীবনে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের ব্যবস্থা করে আসছে। সমাজের সকল শ্রেণী পেশার মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য কৃষি,মৎস্য,দুগ্ধ ও ভোগ্যপণ্য সমবায় তাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এমনি করে একটি স্থিতিশীল সমাজ গঠনের ফলে নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হচ্ছে।

সমাজবিজ্ঞানীগণও সামাজিক পরিবর্তন ও নিয়ন্ত্রণে সমবায়কে একটি অত্যাবশ্যক মাধ্যম হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁদের মতে সমবায় এমন একটি বাহন যার মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তন সূচিত এবং ফলপ্রসূভাবে সাধিত হয়।

বাংলাদেশে নানা ক্যাটাগরির সমবায় সমিতি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে । এ সকল ক্যাটাগরির মধ্যে রয়েছে কৃষি, মৎস্যজীবী/মৎস্যচাষী, শ্রমজীবী, হকার্স,মটর মালিক, কর্মচারী/চাকুরীজীবী, দুগ্ধ, যুব, পানি ব্যবস্থাপনা/পানি ব্যবহারকারী, গৃহ নির্মাণ, ফ্ল্যাট/এপার্টমেন্ট মালিক, দোকান মালিক/ব্যবসায়ী/মার্কেট, ভোগ্যপণ্য, সঞ্চয় ও ঋণদান, ক্রেডিট, বহুমুখী ও সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমিতিসহ নানা শ্রেণী পেশা মানুষের সমবায় সমিতি। উল্লেখিত সমবায় সমিতি, সদস্যদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি সহ নানা ধরনের আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক বিনিয়োগ কার্যক্রম অব্যহত রেখে অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। পাশাপাশি প্রতিটি সমবায় সমিতি তার কর্ম এলাকায় সামাজিক নিরাপত্তায় কার্যকর অবদান রেখে যাচ্ছে। সমবায়ের ৭ম মূলনীতি "সামাজিক অঙ্গীকার" কে ধারণ করে প্রতিটি সমবায় সমিতি শিক্ষাসেবা, স্বাস্থ্যসেবা, বীমাসেবা, পরিবেশ সুরক্ষা, কমিউনিটি নিরাপত্তা দল, বয়স্ক পুনর্বাসন, প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবেলা, সামাজিক কুসংস্কার প্রতিরোধ, মাদক নিয়ন্ত্রণসহ বিভিন্ন বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। বাল্য বিবাহ, বহুবিবাহ, যৌতুক প্রথা বিরোধী প্রচারনার মাধ্যমে জনমত সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। সমবায় সমিতিগুলো স্বাস্থ্য ক্যাম্প আয়োজনের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করছে। সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে পরিবেশ সুরক্ষায় কাজ করছে। একইভাবে গণশিক্ষা ও শিক্ষাবৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে মানসম্পন্ন শিক্ষাবিস্তারে অবদান রেখে যাচ্ছে। একদিকে সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা বেস্টনী কর্মসূচির বাইরের জনগোষ্ঠীকে সমবায় সমিতিগুলো তাদের নিজস্ব অর্থনৈতিক ও সামাজিক সক্ষমতার আওতায় যথাযথ সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে সরকারী পর্যায়ে "একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প" সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি প্রকল্প, পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের নানা ধরণের দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প এবং সমবায় অধিদপ্তরের দুগ্ধ প্রকল্প ও গারো সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কার্যক্রমের ফলে কৃষি জমির পরিকল্পিত ব্যবহার নিশ্চিত হচ্ছে এবং কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাশাপাশি সমবায় অধিদপ্তরের মাধ্যমে সমবায় বাজার নীতিমালার আওতায় মার্কেটিং কনসোর্টিয়াম গঠন করে সারাদেশে ৪৯১টি সমবায় বাজার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভোগ্যপণ্য ও সেবা বিতরণ ব্যবস্থাতে সাম্য ও ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।

তাই বলা যায়, বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তা সূচোকগুলোর ক্রমাগত উন্নতির পিছনে সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের পাশাপাশি সারা দেশে ছড়িয়ে থাকা লক্ষাধিক কার্যকর সমবায় সমিতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্যোগের অবদানও গুরুত্বপূর্ণ। সমবায়ের শায়ত্বশাসনের প্রতি যথাযথ সমর্থন প্রদান ও সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে লাগসই পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব হলে সমবায়ী জনগণের উন্নত জীবন ধারণের স্বপ্ন ও উচ্চাশাকে পূর্ণতা দেয়া যাবে।

বাণী

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১৮ কার্তিক, ১৪২০
০২ নভেম্বর, ২০১৩

আমি ৪২তম জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষ্যে দেশের সকল সমবায়ীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

বর্তমান সরকার দেশে উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে বদ্ধপরিকর। এ লক্ষ্য অর্জনে সমবায় বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে। সমবায়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করেই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের অর্থনীতিকে সুদৃঢ় করতে সমবায়কে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। আমরা জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেই দেশের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায়কে অগ্রাধিকার দিয়েছি।

আমরা 'একটি বাড়ী একটি খামার' এবং 'আশ্রয়ণ'সহ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর পুষ্টি চাহিদা নিশ্চিত করেছি। সহায়-সম্পদহীন মানুষের আবাসন ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছি। দেশের প্রায় দুই লক্ষ সমবায় সংগঠন সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি নিজেদের সঞ্চয় ও প্রচেষ্টায় দেশের সার্বিক উন্নয়নে অবদান রাখছে। আমরা যুগোপযোগী সমবায় সমিতি আইন প্রণয়ন করেছি। উৎপাদক ও ভোক্তা পর্যায়ে ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সমবায় বাজার স্থাপন ও কেন্দ্রীয় সমিতি গঠন করা হয়েছে। আমরা সমবায় ভিত্তিক ব্যবসা উন্নয়নে যুব সমাজকে অধিক হারে সম্পৃক্ত করেছি। আমাদের এসকল পদক্ষেপের ফলে দেশে সমবায় আন্দোলন বেগবান হয়েছে।

আমি আশা করি, সমবায়ের আদর্শ ও মূল্যবোধে উজ্জীবিত হয়ে দেশের সকল সমবায়ী ভাই-বোন দেশ ও জাতির উন্নয়নে এগিয়ে আসবেন।

আমি ৪২তম জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

বাণী

মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১৮ কার্তিক, ১৪২০
০২ নভেম্বর, ২০১৩

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত ৪২তম জাতীয় সমবায় দিবসে আমি সকল সমবায়ীকে জানাই আমার প্রাণঢালা শুভেচ্ছা এবং আন্তরিক অভিনন্দন। আমি জেনে খুশি হয়েছি যে, ৪২তম জাতীয় সমবায় দিবসের প্রতিপাদ্য হিসেবে "সমবায়ে সামাজিক নিরাপত্তা" নির্ধারণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়টি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সামাজিক নিরাপত্তার বলয়ে রয়েছে দেশের হতদরিদ্র নারী, শিশু, প্রবীণ তথা নিঃস্ব ও দুস্থ জনগণ। তাই সামাজিক নিরাপত্তা হয়ে উঠেছে তাদের আশা আকাঙ্খার বিমূর্ত প্রতীক।

আমরা সকলেই জানি সমবায় শুধু একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানই নয়। বরং সম্মিলিত, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত, গণতান্ত্রিক ও নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন দায়িত্বশীল প্রচেষ্টার অপর নামই সমবায়। সমবায় সমিতিগুলো এখন আর সদস্যদের শেয়ার-সঞ্চয় আদায়, ঋণ বিতরণ, বিনিয়োগ প্রভৃতি আর্থিক কার্যক্রমের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সমবায় সেক্টর অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। এছাড়া বৃক্ষরোপণ, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি, সম্মিলিত ভাবে প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবেলা, যৌতুক বিরোধী জনসচেতনতা সৃষ্টি, নারীর ক্ষমতায়নসহ বিভিন্ন জাতিগঠনমূলক কাজ সম্পাদন করে যাচ্ছে।

সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে আরো দৃপ্ত, আলোকোজ্জ্বল ও সুদূরপ্রসারী ভূমিকা পালনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বিনির্মাণ এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত "ভিশন ২০২১" বাস্তবায়নে সমবায়ের অবদান আরো সমৃদ্ধ হবে। জাতীয় সমবায় দিবসে এটাই আমার প্রত্যাশা।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম এম.পি)

বাণী

প্রতিমন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১৮ কার্তিক, ১৪২০
০২ নভেম্বর, ২০১৩

অগ্রসরমান বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে সমবায় আন্দোলনকে বেগবান করার লক্ষ্যে ৪২তম জাতীয় সমবায় দিবস পালনের দিনে আমি সারাদেশের সমবায়ী ও সমবায় বিভাগীয় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

বিশ্বের উন্নত, উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের খাতভিত্তিক সাফল্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, কৃষি উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ, সেবাশিল্প, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ইত্যাদিতে সমবায় গুরত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। তাই মুক্তবাজার অর্থনীতির বর্তমান বিশ্বে সমবায়ের গুরুত্ব অনুধাবন করে জাতিসংঘ ২০১২ সালকে আন্তর্জাতিক সমবায় বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করেছিল। এরই ধারাবাহিকতায় বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশেও "সমবায়ে সামাজিক নিরাপত্তা" প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে নতুন উদ্যমে পালিত হতে যাচ্ছে ৪২ তম জাতীয় সমবায় দিবস।

সমবায় হচ্ছে বিভিন্নমুখী জনকল্যাণ মূলক মহান দর্শন ও অর্থনৈতিক আন্দোলন। **জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান** গণমুখী সমবায় গঠন করে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক মুক্তি ত্বরান্বিত করতে চেয়েছিলেন। তাঁরই যোগ্য উত্তরসূরী **মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা** সমবায়কে দারিদ্র্য বিমোচন ও আত্মকর্মসংস্থানের অন্যতম কৌশলগত হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করে রূপকল্প ২০২১ ঘোষণা করেছেন। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ সেই রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। **মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার** প্রতিটি গ্রামকে সার্বিক উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করতে "একটি বাড়ি একটি খামার" প্রকল্পের মাধ্যমে 'মাইক্রো সেভিংস' নীতিতে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি তথা বেকারত্ব হ্রাসে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। বর্তমান মুক্তবাজার অর্থনীতির যুগে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী জনসাধারণের ক্রয়সীমার মধ্যে রাখার লক্ষ্যে সারাদেশে 'সমবায় বাজার' প্রতিষ্ঠা বর্তমান সরকারের আরো একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত। এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

আমি আশাকরি, "সমবায়ে সামাজিক নিরাপত্তা" প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ৪২তম জাতীয় সমবায় দিবস আয়োজনের গুরুত্ব অনুধাবন করে বাংলাদেশের সমবায় সমিতিগুলো নতুন উদ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে কাজ করে সামাজিক নিরাপত্তা রক্ষায় এগিয়ে যাবে এবং আমাদেরকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরিত করতে সাহায্য করবে।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(এ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর কবির নানক, এমপি)

বাণী

সভাপতি
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ
১৮ কার্তিক, ১৪২০
০২ নভেম্বর, ২০১৩

ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে দেশে ৪২তম জাতীয় সমবায় দিবস পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। দিবসের প্রতিপাদ্য "সমবায়ে সামাজিক নিরাপত্তা"। নির্ধারিত প্রতিপাদ্যে জাতীয় উন্নয়নে সমবায়ের ভূমিকার যথাযথভাবে প্রতিফলন ঘটেছে বলে আমি মনে করি। আজকের এ দিনে দেশের সমবায় আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই সমবায়ী শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও স্বনির্ভরতা অর্জনে সমবায়ের ভূমিকা অপরিসীম। বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে দ্রুত উন্নীত করার প্রচেষ্টা আমরা অব্যাহত রেখে চলেছি। সমবায়ের সংশ্লিষ্টতা এ অগ্রযাত্রাকে নি:সন্দেহে ত্বরানিত করছে। সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মাধ্যমে সমবায় সংগঠনগুলো তাদের ভূমিকা আরো বলিষ্ঠ ও ফলপ্রসূ করতে পারে। শতাব্দী প্রাচীন সমবায় আন্দোলনকে বেগবান করে একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও শান্তির দেশ হিসেবে এ দেশকে আমরা বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করবো। জাতীয় সমবায় দিবসে এই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

আমি ৪২তম জাতীয় সমবায় দিবসের সকল উদ্যোগের সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(আলহাজ্ব এডভোকেট মোঃ রহমত আলী এমপি)

বাণী

নিবন্ধক
সমবায় অধিদপ্তর
সমবায় ভবন-সিভিক সেক্টর
আগারগাঁও, ঢাকা
১৮ কার্তিক, ১৪২০
০২ নভেম্বর, ২০১৩

আজ নভেম্বর মাসের প্রথম শনিবার **'সমবায়ে সামাজিক নিরাপত্তা '** প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে যথাযোগ্য মর্যাদায় উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে দেশব্যাপী উদ্‌যাপিত হচ্ছে **৪২তম জাতীয় সমবায় দিবস**। আজকের এ শুভদিনে আমি সমবায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

সমৃদ্ধি, সভ্যতা ও সভ্য সমাজের প্রধান পরিচায়ক টেকসই সামাজিক নিরাপত্তা। সামাজিক নিরাপত্তা ব্যক্তি, সংগঠন ও রাষ্ট্রের সম্ভাবনাকে বিকশিত করে, উদ্যোগকে করে সফল। পক্ষান্তরে সামাজিক নিরাপত্তার অভাব গোটা সমাজকেই করে তোলে সংকটাপন্ন।

সামাজিক নিরাপত্তা যেমন-সমৃদ্ধ ও সুশৃংখল সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করে তদ্রূপ সামাজিক নিরাপত্তা অর্জনেরও রয়েছে কিছু কৌশল ও পদ্ধতি । সামাজিক নিরাপত্তা অর্জনের পদ্ধতি হিসেবে সমবায় অন্যতম ভূমিকা পালন করে। সমবায় সুসংগঠিত শক্তির নিয়মতান্ত্রিক সংগঠন। একতা, সততা, নিষ্ঠা, সহমর্মিতা, সমতা ও গনতন্ত্র হচ্ছে এর অন্তর্গত বৈশিষ্ট্য। সমবায়ে প্রত্যেকে প্রত্যেকের তরে। এ কারণেই সমবায় দারিদ্র্য ঘুচানোর কার্যকর কৌশল হিসেবে যেমন খ্যাত তেমনি সমবায়ের মাধ্যমে যৌথ সম্পদকে কাজে লাগিয়ে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান কমিয়ে আনা, পরিকল্পিত জীবন যাপন, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের মধ্যে সাংগঠনিক শক্তির বিকাশ সাধন করে একটি যুথবদ্ধ সামাজিক কাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব। মূলতঃ সমবায় ভিত্তিক সুশৃংখল সামাজিক কাঠামোতেই সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত থাকে। সমবায়ের মাধ্যমে একটি সুখি, সমৃদ্ধ দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলার মাধ্যমে সকলের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

সকলের আন্তরিক সহযোগিতায় ৪২তম জাতীয় সমবায় দিবস সফল হোক।

)মো. হুমায়ুন খালিদ

বাণী

ভারপ্রাপ্ত সচিব
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৮ কার্তিক, ১৪২০
০২ নভেম্বর, ২০১৩

আজ ২ নভেম্বর, ২০১৩ শনিবার **'৪২তম জাতীয় সমবায় দিবস'** । ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে দিবসটি পালিত হচ্ছে। জাতীয় সমবায় দিবসের এ শুভক্ষণে আমি সকল সমবায়ীকে উষ্ণ অভিনন্দন ও অকৃত্রিম শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এ বছর জাতীয় সমবায় দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারিত হয়েছে **'সমবায়ে সামাজিক নিরাপত্তা'** । সময়ের প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় প্রতিপাদ্যটির তাৎপর্য ব্যাপক।

উন্নত জীবন ও সমৃদ্ধ জাতি গঠনের মাধ্যমেই বর্তমান সময়ের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা সম্ভব। উন্নত জীবন ও সমৃদ্ধ জাতি গঠনে সামাজিক নিরাপত্তা প্রধান ভূমিকা পালন করে। আর সামাজিক নিরাপত্তার জন্য দরকার সম্পদের সুষম বন্টন, সুযোগের সমতা বিধান, সমন্বিত প্রচেষ্টা, সুশৃংখল উদ্যোগ সর্বোপরি অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা ও স্বাবলম্বিতা। উন্নয়নের গতিকে বেগবান করে সামাজিক নিরাপত্তা । উন্নয়নের জন্য দরকার গণতন্ত্রের । মূলতঃ সমবায়ের মাধ্যমেই গণতন্ত্রের উন্মেষ, উদ্যোক্তা সৃষ্টি, সুযোগের সমতা বিধান, সম্পদ অর্জন ও সুষম বন্টন, স্বনির্ভরতা ও স্বাবলম্বিতাসহ সুসংগঠিত জীবনাচার সম্ভব। তাই সমবায়কে কাজে লাগিয়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ সুগম করে একটি সমৃদ্ধ ও সুশৃংখল সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। বর্তমান বৈশ্বিক ও দেশীয় সামাজিক সংকটে সমবায়ের নৈতিকবলে বলীয়ান ব্যক্তি, গোষ্ঠী তথা গণমানুষের সামাজিক নিরাপত্তা মজবুত থাকতে পারে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় আমাদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হোক- এ আশাবাদ ব্যক্ত করে আমি ৪২তম জাতীয় সমবায় দিবসের সাফল্য কামনা করছি।

এম এ কাদের সরকার

সৌজন্যে ঃ
CCULB
দি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লীগ অব বাংলাদেশ লিঃ (কাল্‌ব)
Credit Unions Unite for Good, A BETTER WAY